হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ইশায়াতে ইসলাম

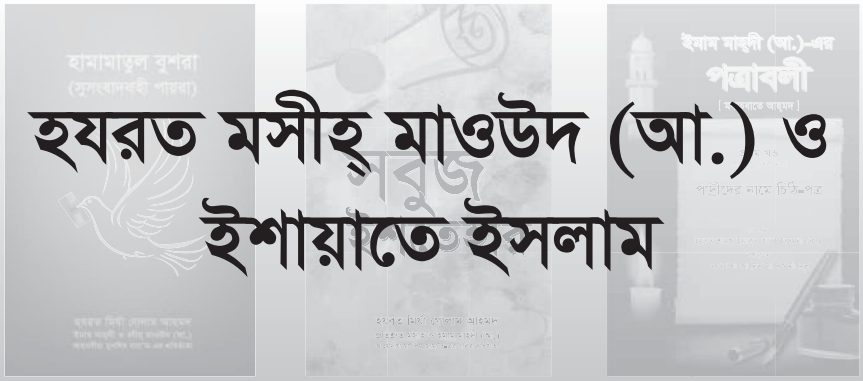

নাবিদ আহমদ লিমন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআন করীমে সুরা আস সাফফ এর ১০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দিনীল হাক্কে লিইউজহিরাহু আলাদ্দীনে কুল্লিহি, ওয়া লাও কারিহাল মুশরেকুন।" অর্থাৎ তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা তা যত অপছন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মসীহ্ মাওউদের হাতে এটা পূর্ণ হবে। (তিরিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩২)।

বর্তমানে আমরা তা পূর্ণ হতে দেখছি আর দেখতে থাকব। হযরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর ওপর কোন মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না যাতে আল্লাহ্ ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলাম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– "শ্রবণ করো! কুরআন ও হাদীসে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে এবং সকল ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং ক্রুশ ধ্বংস হবে। এটা স্বীকৃত যে, শেষ যুগে যখন খ্রিষ্টীয় মতবাদ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সেই সময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মাধমে ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। (মলফুযাত)

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামের ওপর এমন এক অন্ধকার নেমে এল যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে গেলেন, জানা যায় ঐ সময়ে কেবল ভারতবর্ষেই প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে যায়, তাদের মাঝে বহু আলেম শ্রেণীর লোকও ছিলেন। ইসলামের এই দুর্দিনে মহান আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের হেফাযত, শ্রেষ্ঠত্ব এবং খোদার তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে দাঁড় করালেন। এরপর তিনি (আ.) সকল ধর্মের পন্ডিতদেরকে ইসলামের মোকাবেলায় তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের বিজ্ঞ পন্ডিত, জ্ঞানী যারাই তাদের নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এসেছেন, তাদের বিজয় তো দুরের কথা, প্রত্যেককেই পরাজয়ের মালা বরণ করতে হয়েছে। আর যারা অহংকার বশে মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে, তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং অনেকেই ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে মুসলমানদের মাঝে সে সময় শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে দাবী করার পর মত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর নিরলস ভাবে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁর আহ্বানে পথহারা মানুষ খুঁজে পেয়েছিল সঠিক পথের দিশা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম ৪ খন্ডে ইসলামের স্বপক্ষে ৩০০টি দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং আর্যসমাজী ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন যে, তোমরা যদি পুরোটা বা অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক চঞ্চমাংশও খন্ডন করতে পারো, তাহলে ১০ হাজার রুপী পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি আজ পর্যন্ত কারো হয়নি, আর কখনো হবেও না (ইনশাআল্লাহ্)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুধুমাত্র বারাহীনে আহমদীয়াতেই নয়, বরং অসংখ্য পুস্তকে তিনি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নূরুল হক, সিররুল খিলাফাহ, আত তবলীগ, সিরাজুম মুনীর প্রভৃতি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের সেবায় ও ইশায়াতে ইসলামের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ইসলামের বিপক্ষে যত ধরনের আপত্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, সবগুলোর উত্তর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিয়েছেন তাঁর লেখনী, চিঠি পত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে। তিনি প্রায় ৮৮ খানা পুস্তক ও ৯০ হাজার চিঠি-পত্রাদি লিখেছেন।

তিনি (আ.) যখন এই ধরাধামে আবির্ভূত হন, তখন ইসলাম নামে মাত্র ছিল। এর প্রচার ও প্রসার তো অনেক দূরের কথা, এ সম্পর্কে আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের পুত্র আল্লামা আবুল খায়ের নূরুল হাসান ১৩০১ হিজরীতে তার লিখিত পুস্তক 'ইকতেরাবাতুস সাআত'-এ লিখেন–"এখন ইসলামের মাত্র নাম ও কুরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট রয়েছে, মসজিদগুলি বাহ্যিকভাবে আবাদ ; কিন্তু একেবারে হেদায়াত শূন্য। এই উম্মতের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল জীব হতে নিকৃষ্টতম।

আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার পংক্তি আমার মনে পড়ল, তিনিও লিখেন–

"ওয়াযা মে তুম হো নাসারা, তমদ্দুন মে হনুদ,

ইয়ে মুসলমাঁ হ্যা জিনহে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ।"

অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদে তোমরা খ্রিষ্টান, সংস্কৃতিতে তোমরা হিন্দু, এই তো হলো মুসলমান, যাদেরকে দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।

১৯৮৬ সালে স্বামী সাধু শোগান চন্দ্র যখন সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে ধর্মীয় পন্ডিতগণ যেন তার নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। আর এ অনুষ্ঠানের জন্য ৫টি প্রশ্ন

নির্ধারিত ছিল। আর এই ৫টি প্রশ্নের উত্তর তারা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকেই দিবেন। এই ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লাহোরের টাউন হলে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ অনুষ্ঠানের জন্য ৫ টি প্রশ্নের উত্তর সহ একটি প্রবন্ধ লিখেন। যা নির্ধারিত তারিখে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব পাঠ করেন। সকলেই এ প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পত্রিকা সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট লাহোর, খ্রিষ্টান হওয়া সত্বেও এই প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেছে এবং একে অবিস্মরণীয় বলে উল্লেখ করেছে। পরবর্তীতে এ প্রবন্ধই ইসলামী উসুল কি ফিলসফী (ইসলামী নীতিদর্শন) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯৮ সালের ৩রা জানুয়ারী তালীমুল ইসলাম স্কুলের ভিত্তি রাখেন। তারপর ১৯০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী একে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বানানো হয়। অবশেষে ১৯০৩ সালের ২৮ শে মে তালীমুল ইসলাম কলেজের উদ্বোধন করেন। তিনি (আ.) এ বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেন–আমাদের বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য হল ধর্মকে যেন পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রচলিত শিক্ষাকে এর সাথে রাখার কারণ হল এ জ্ঞান যেন ধর্মের সেবক হয়। আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে কেউ এফ.এ বা বি.এ পাশ করে পার্থিব ভোগ বিলাসের পিছনে ঘুরে বেড়াক। বরং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল এমন লোকেরা যেন ধর্মের সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করে। তারা ধর্মীয় সেবার জন্য কাজে আসবে। (আল হাকাম ১০ ডিসেম্বর ১৯০৫)

এরই ধারাবাহিকতায় জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে।

এখন আমি আপনাদের সামনে ইশায়াতে ইসলামের কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একবার জলসা সালানায় অনেক মেহমান আসেন। তাদের জন্য খাবার ছিল কিন্তু তরকারীর টাকা ছিল না। তখন মীর নাসের নওয়াব সাহেব আসলেন ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে জিজ্ঞেস করলেন কি করা যায়। তিনি (আ.) বললেন, বেগম সাহেবার কাছে যাও, তাঁর স্বর্ণালংকার এনে বিক্রী করে তরকারীর ব্যবস্থা কর। আর এই স্বর্ণালংকার ই প্রথম স্বর্ণালংকার, যা হযরত আম্মাজান দিয়েছিলেন। নাসের নওয়াব সাহেব অলংকার বিক্রি করলেন ও তরকারীর ব্যবস্থা করলেন। (আসহাবে আহমদ, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ১০৮)

ইশায়াতে ইসলামের আরো একটি ঘটনা খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর আল ফযল পত্রিকা সম্পর্কে, যা আজ আমরা পড়ে থাকি। যখন আল ফযল পত্রিকা প্রকাশ করা হবে, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর নিকট কোন টাকা ছিল না। তিনি ঘরে আসলেন, তাঁর স্ত্রীর সকল অলংকার নিয়ে নিলেন, এমন কি ছোট মেয়ে নাসেরা বেগম সাহেবার জন্যও যা স্বর্ণ রাখা ছিল তাও তিনি নিলেন। আর তিনি সমস্ত স্বর্ণ বিক্রি করে আল ফযল পত্রিকা প্রকাশ করেন। (সওয়ানেহ ফজলে উমর ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯,২৪০)

যারা অসহায় গরীব, তারাও ইশায়াতে ইসলামের জন্য কুরবানী করে গেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন একজন গরীব মহিলা, তার কাছে অল্প স্বর্ণালংকার ছিল, তা দিয়ে দিল। কিন্তু তার মনে প্রশান্তি আসছিল না। সে ঘরে গেল, কিছু তৈজসপত্র ছিল তাও এনে দিয়েছিল। তার স্বামী যা দিয়েছ তাই তো যথেষ্ট। মহিলার আবেগ এতই বেশি ছিল যে, সে তার স্বামীকে বললো, যদি সম্ভব হত তাহলে আমি তোমাকেও বিক্রি করে খোদার রাস্তায় দিয়ে দিতাম। এরূপ ছিল তাদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত।

ইশায়াতে ইসলামের জন্য শুধু মহিলারাই কুরবানী করেন নি। বরং অসংখ্য পুরুষের কুরবানীও রয়েছে যা উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের জান-মাল, সময়, সবকিছু ইশায়াতে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে ছিলেন। এমনই কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করছি।

মৌলভী নাযীর আহমদ সাহেব মুবাশ্বের : তিনি জামা'তের একজন একনিষ্ঠ খাদেম। তিনি বর্তমানে Gold coast-এ কর্মরত আছেন। জামা'ত থেকে তাকে কোন সাহায্য করা হত না। তিনি তার আত্মীয়-স্বজন থেকেও দুরে থাকেন তবলীগ ও ইশায়াতে ইসলামের জন্য। তবলীগের কাজে যাওয়ার জন্য তিনি তার স্ত্রীর রুখসতানার কাজটিও সমাপ্ত করতে পারে নি। বিবাহ হয়েছে মাত্র বিদায়ের পূর্বেই আদেশ এসেছে তুমি তবলীগে যাও। তিনি তখনই চলে গেলেন। (আল ফজল ১লা অক্টোবর ১৯৪২)

হযরত মৌলভী জালালুদ্দীন শামস সাহেব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন– আমাদের এমন অনেক মুবাল্লেগ রয়েছেন, যারা ১০, ১৫ বছর যাবৎ বিভিন্ন দেশে ইশায়াতে ইসলাম ও তবলীগের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আর তারা তাদের স্ত্রীদের ঘরে রেখে গিয়েছে। তাদের চুল পেকেও গিয়েছে। কিন্তু তাদের স্ত্রীরাও কোন দিন এ অভিযোগ করেনি যে তাদের স্বামীরা বিয়ের পরপরই বা কিছু দিন পরে চলে গিয়েছে। এরূপই আমাদের একজন মুবাল্লেগ মৌলভী জালালুদ্দীন শামস সাহেব। বিয়ের পর তিনি তবলীগের কাজে ইউরোপ চলে যান। তাঁর ঘটনা শুনে চোখে জল আসে। একদিন তার ছেলে ঘরে এসে মাকে বলে, মা, বাবা কাকে বলে? স্কুলে সবাই সবার কথা বলে, আমি তো জানিই না বাবা কি জিনিস? কেননা যখন মৌলভী সাহেব চলে যান, তখন বাচ্চাদের বয়স ৩/৪ বছরের হবে। আর যখন মৌলভী সাহেব ফেরৎ আসলেন, তখন ছেলেরা যুবক হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিল। আরো এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যা জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা খোদা তা'লা ও তাঁর ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য করেছেন, যা ইশায়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল–যখন আবু সুফিয়ানকে কায়সারের দরবারে ডাকা হল রাসূল করীম (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান ছিল না। যখন সে দরবার হতে বাহিরে আসল, তখন সে অত্যন্ত হতবাক হয়ে বলল–দেখ! মক্কার এক এতীম বালক তাঁর খবর কোথা হতে কোথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আর আজ এই মক্কার এতীমের গোলাম অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ এর কথা, তাঁর পরিচিতি কোথা হতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তাঁর বাণী পৌঁছেছে। আর পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই, যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছানো হচ্ছে না। বর্তমানে পৃথিবীর ২০৪ টি দেশে প্রকৃত-ইসলামের অর্থাৎ আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা বুঝার এবং সেই সাথে ইশায়াতে ইসলামের জন্য খেদমত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।